মুজিবনগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ তিন কর্মকর্তার বিদায়

মুজিবনগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার শনিবার বাংলাদেশ সরকারের স্কলারশীপ পেয়ে পিএইচডি করার জন্য ইংল্যান্ডে চলে যাবেন।

সেই সাথে উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিছুর রহমানের বদলী উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা অফিসার্স ক্লাব (বন্ধন) এর আয়োজনে বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টর সময় উপজেলা পরিষদ হল রুমে এই বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রবের সঞ্চালনায়, বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল, নবাগত উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ড: মাহফুজুর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং বিদায়ী তিন অফিসার।

এ সময় উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের দপ্তর প্রধানগন,, সাংবাদিক এবং মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লখ্য যে সুজন সরকার১২/০৮/২০২০ মুজিবনগরে ২৩তম উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করেন।

তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে সম্মানের সহিত ২ বছর ২৮ দিন চাকুরি করেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের স্বনামধন্য ইউনিভারসিটি অফ বার্নিংহাম এ ১বছর পিএইচডি এর জন্য পড়াশোনা করবেন।

৯৯৯ এ কল পেয়ে মাঠ থেকে ইজিবাইক চালকের মরদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ

মেহেরপুরের শহর সংলগ্ন ময়ামারীর মাঠের একটি লিচু বাগান থেকে জামাল উদ্দিীন ফকির (৫০) নামের এক মাদকসেবীর মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে তিনটার সময় ৯৯৯ কল পেয়ে ময়ামারীর মাঠের একটি লিচু বাগান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের পাশ থেকে হেরোইন সেবনের বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া গেছে। জামাল উদ্দীন ফকির গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের ঘুনাপাড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে।

এদিকে রামকৃষ্ণপুর-ধলার সাবেক মেম্বর রুহুল আমিন কালু বলেন, জামাল ফকির ইজিবাইক চালক ছিলেন। তার তিন মেয়ে ও স্ত্রী আছে।

মেহেরপুর এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার বলেন, ৯৯৯ ফোন কল পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় মরদেহের পাশে থেকে হেরোইন সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া তার পকেট থেকে একটি পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। সে মেহেরপুর জেলা ইজিবাইক চালক সমিতির সদস্য বলে জানা গেছে।

তিনি আরো বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম, ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

মাংস বিক্রেতা ভোদড়কে আটক করে কারাগারে পাঠালেন বিচারক

এবার রোগাক্রান্ত ছাগলের মাংস বিক্রি করার অভিযোগে মেহেরপুর শহরের মাংস বিক্রেতাকে ভোদড়কে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে দুপুরের দিকে মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক এস,এম শরিয়ত উল্লাহ তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মাংস বিক্রেতা ভোদড় মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে।

এর আগে বেলা ১১ টার দিকে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদের নেতৃত্বে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাংসের বাজারে অভিযান চালানো হয়। মাংস বিক্রেতা ভোদড় একটি অসুস্থ ছাগলের মাংশ বিক্রি করছিলেন। এসময় তার কাছ থেকে বেশকিছু অসুস্থ্য ছাগলের মাংস উদ্ধার করা হয়।

এই অপরাধে মাংস বিক্রেতা ভোদড়কে আটক করে মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নেওয়া হয়।

বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক এস,এম শরিয়ত উল্লাহ ভোদড়কে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ সময় সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৭ জন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিযানে পুলিশের পৃথক টিম অংশ নেয়।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

এনআই এ্যাক্ট মামলায় ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আবু জাফর ওরফে হিরনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আবু জাফর গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের কামারখালি গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোররাতের দিকে গাংনী থানা পুলিশের তদন্ত অফিসার (ওসি তদন্ত) মনোজিত কুমার নন্দীর নেতৃত্বে এসআই আশিক, এসআই মাসুদ এএসআই জাহিদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে

□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□/□□□

□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□ (□ □□□□□□□□□□□) □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□- □□□, □□□□□□□ □□□, □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□, □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□, □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□, □□□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□-

□□□□□□□	□□□□□ □□□	□□□□□□□□□□ □□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□	□□□□□□□
□	□□□□□□□	□□.□%	□□.□%	□□.□%	□.□%
□	□□□□□□□□□	□□%	□□%	□□%	□□%
□	□□□□□	□□%	□□.□%	□□.□%	□□.□%

□	□□□□□□□□□	□□%	□□%	□□%	□%
□	□□□□	□□.□%	□□.□%	□□.□%	□□.□%
□	□□□□□□□□	□□.□□	□□.□□	□□.□□	□.□□%
□	□□□□□	□□%	□□%	□□%	□%

□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□- □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□.□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□’ □□□□□□□□ □□□□□□□

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের গতবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘মানব-কেন্দ্রিক পুনরুদ্ধারের জন্য সাক্ষরতা: ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস’ (লিটারেসি ফর আ হিউম্যান- সেন্টার্ড রিকভারি: ন্যারোয়িং দ্য ডিজিটাল ডিভাইড)।

এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো: ‘ট্রান্সফরমিং লিটারেসি লারনিং স্পেসেস’ যা বাংলায় ‘সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার’। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছরের সাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে।

এই যে দেশের চার ভাগের এক ভাগ লোক এখনো নিরক্ষর এ দায়ভার কার বা কিভাবে শতভাগ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা সম্ভব? বিগত ৫০ বছরের চেষ্টার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ৯৯% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সরকারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উদ্যোগী, পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীকে দায়িত্ব নিতে হবে পুরোভাগে। সরকারি সাহায্য, বেতন, অনুদান ইত্যাদি পেতে হলে তার পরিধিতে থাকা

নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে স্বউদ্যোগে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণও একটি বড় চ্যাপ্টার। যে কোন পর্যায়ে নমিনেশন পেতে হলে শর্ত হিসেবে নিজের এলাকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিরক্ষর লোককে
শিক্ষিত করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে বিশ্বের এমন দেশগুলোর অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে। আমি যতটুকু জানি বিশ্বের অনেক দেশেই সরকারি চাকরি বাকরি, সুযোগ-সুবিধা নিতে গেলে ওই ব্যক্তি কর্তৃক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সামনে আনা হয়। যেমন ধরুন, একজন চাকরি প্রার্থী।

সামাজিক দায়বদ্ধতা অংশে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে এ চাকরি বা সুবিধার জন্য সামাজিক কি কি দায়িত্ব পালন করেছে? সে কাউকে শিক্ষিত করতে বা কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করতে বা কোন চ্যারিটি কাজে যুক্ত আছে কি না? সরকারি সুবিধা গ্রহণেচ্ছু যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে এমন জায়গায় দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে।

সামাজিক সংগঠনগুলোর নিবন্ধনে এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকারি/বেসরকারি চাকরির পদোন্নতিতেও বিষয়টা বাধ্যতামূলক করা যায়। অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের নাগরিককে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

নিজ উদ্যোগে পাড়া-প্রতিবেশীকে অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে। বাসার বা কারখানার শ্রমিককে শিক্ষিত করার দায়িত্ব মালিককেই গ্রহণ করতে হবে।

ইতোমধ্যে দেশে একাধিক বার শতভাগ শিক্ষার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য পূরণে গৃহিত পদক্ষেপ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তার সঠিক বাস্তবায়ন নিয়েও গণমাধ্যমে লেখা দেখা যায়। আবার সাক্ষরতায় নারী-
পুরুষের বৈষম্য দূর করতেও পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সামাজিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে আঁধার থেকে আলোতে উদ্ভাসিত হোক-এটাই আজকের প্রত্যাশা।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।

ডাকাতের গ্রাম ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’ এখন প্রবাসী গ্রাম

অভিশপ্ত একটি গ্রামের নাম ছিল মেহেরপুরের ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’। মেহেরপুর জেলা শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দুর কুতুবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম ট্যাঙ্গার মাঠ। গ্রামটির বর্তমান মসজিদের মোয়াজ্জিন ও খন্ডকালিন ইমাম হাজী আকবার আলীও ছিলেন এক সময়কার শীর্ষ ডাকাত। আর এই শীর্ষ ডাকাতের হাত ধরেই এই গ্রামের কয়েক শত লোক জড়িয়ে পড়ে চুরি ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা ধরনের অপরাধ জগতে।

সেই ডাকাত আকবার আলীই আজকের হাজী আকবার আলী। বর্তমানে তিনি কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রাম আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। সেই সাথে তিনি স্থানীয় গ্রামের জামে মসজিদের মোয়াজ্জিনের দায়ীত্ব পালন করছেন। চোরের গ্রাম থেকে সেই গ্রামটি এখন প্রবাস গ্রাম হিসেবে পরিচিতি। গ্রামে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

অপরাধীর গ্রাম হিসেবে পরিচিত গ্রামের নামটিও পরিবর্তন করে এখন হয়েছে শিশিরপাড়া। মানুষকে কেউ এখন আর চোর, ডাকাত বা অপরাধী বলে

গালি দেইনা। এই গ্রামের ঘরে ঘরে এখন ও সুখ ও শান্তির সুবাতাস। ছোটরা এখন চুরি বিদ্যা নয়, সবাই শিখছে লেখা পড়া। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন লেখা পড়া করছেন চোরের গ্রাম নামে খ্যাত সেই ট্যাংগার মাঠ গ্রামের ছেলে মেয়েরা।

কৃষক হজরত আলী, জাহিদুল ইসলাম ও রেবেকা খাতুন জানালেন, এক সময়কার আলোচিত ট্যাংগার মাঠ গ্রামের মানুষ অপরাধ জগত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কেউ এখন ওদের নামের শেষে চোর কিংবা ডাকাত বলে না। এলাকায় বা আশে-পাশের গামে ডাকাতি কিংবা চুরি হলেও কেউ এখন আর খোঁজ করতে ট্যাঙ্গার মাঠে আসেনা। মানুষ সবাই এখন কর্ম ব্যস্ত। কেউ ব্যবসায়ি কিংবা কেউ দিন মজুর।

এ গ্রামের গ্রামের প্রায় এক হাজার লোক সৌদী, ওমান, বাহারাইন, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালদীপমহ বিভিন্ন দেশে আছেন। তারা প্রতি মাসেই মোটা অংকের টাকা পাঠাচ্ছেন পরিবারের জন্য। প্রতিটি পরিবারেই এখন স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছেন। প্রতিটি পরিবারের সদস্যই এখন প্রবাসী। এক সময়ের চোরের গ্রাম এখন প্রবাস গ্রাম হিসেবে চেনে আশেপাশের জেলাবাসি।

কলেজ ছাত্র লিজন শাহ, স্কুল ছাত্র রাসেল আহম্মেদ, শাহ আলম জানান, এই গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫ জন শিক্ষার্থী লেখা পড়া করছে। এছাড়া পাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন কলেজে ৮ জন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন ছাত্র পড়া লেখা করছেন। প্রতিটি পিতা মাতাই এখনই তাদের ছেলে মেয়েদের পড়া লেখার ব্যাপারে সোচ্ছার। লেখা পড়ার জন্য এখন অনেকেই শহরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন বলে জানান তারা।

কথা হলো ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামের সেই শীর্ষ ডাকাত বর্তমান মোয়াজ্জিন আকবর আলীর সাথে। তিনি জানালেন, আমাদের বাড়ি ছিলো ভারতের করিমপুর থানার রহমতপুর গ্রামে। হিন্দুদের অত্যচারে ১৯৪৭ সালে আমরা স¦পরিবারে বাংলাদেশে এসে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে আশ্রয় নিই। সেখানেও আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে একটি গেষ্ঠি। পরে সেখান থেকে সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে চলে আসি।

এসময় এই এলাকার তৎকালিন হিন্দু জমিদার রাজলক্ষি গংদের কাছ থেকে মেহেরপুর থানাপাড়ার আনোয়ার হোসেন ও হজরত আলী ৭০০ বিঘা জমি বিনিময় সূত্রে তাদের কাছ থেকে নেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারা বিনিময় সূত্রে নিলেও শ্যামপুর, বেলতলাপাড়া, ঝাউবাড়িসহ আশেপাশের

গ্রামের লোকজন নানা অপরাধে জড়িত ছিল। সে সময় আশ পাশ এলাকার লোকজন এখানকার লোকজনকে ঘৃণা করতো। কেউ আত্মীয়তা করতে চায়তো না। এখন এ গ্রামের লোকজন কোন অপরাধে জড়িত নয়। সবাই স্বাবলম্বী। কেউ আর এ গ্রামের লোকজনকে ঘৃণা করে না।

অপরাধ বিশ্লেষক ও মেহেরপুর জেলা কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, মানুষ কেউ অপরাধী হয়ে জন্ম নেয়না। পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে অপরাধী হিসেবে সৃষ্টি করে। আমাদের সবার উচিৎ কেউ অপরাধী হয়ে উঠলে তাকে পারিবারিক, সামাজিকভাবে সহযোগীতা করে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) আনিছুর রহমান বলেন, ওয়ার্ডটিতে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৪২৫ জন। অর্ধেকের বেশী নারী ও বাকীরা পুরুষ ভোটার। গ্রামের প্রায় ১২ শ মানুষ বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। বাকীরা কৃষক, রাজমিস্ত্রি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেছেন, পারিপার্শিক সহযোগীতা পেলে সকলেই আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারে। তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মেহেরপুরের এই টেঙ্গার মাঠের বাসিন্দারা। এক সময়ে যে গ্রামের লোকজন চুরি ডাকাতি রাহাজানিসহ নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। তারাই আজকে সমাজে শান্তি শৃংখলার সাথে বসবাস করছেন।

গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গৃহবধু নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী মোটর সাইকেলের ধাক্কায় রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গৃহবধু খাইরুন (৪০) নিহত হয়েছেন। একই সময় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী আসিফ(২১)।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুরের গাংনীর ভাটপাড়া

গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গৃহবধু খাইরুন উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, ওই গৃহবধু বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় মোটরসাইকেল চালক আসিফ দ্রুতবেগে গাংনীতে আসার সময় সজোরে ধাক্কা দেয়। দুজনই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা দুজনকে চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক খাইরুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, মোটরসাইকেল চালক আসিফের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এবার সবুজ শ্যামলে ভরে উঠবে কালাচাঁদপুর জেয়ালা বিলের দুপাড়ে

এবার সবুজে শ্যামলে ভরে উঠবে কালাচাঁদপুর জেয়ালার বিলের দুপাড়ে ষ্ট্রিপ বাগানে। শুধু বনজ নয় এখানে মানুষ খুজে পাবে তাদের কাঙিখত বিভিন্ন ওষধি ও বিভিন্ন ফলের গাছ।সবুজই প্রাণের স্পন্দন। বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। সবুজ মানেই প্রকৃতি। প্রকৃতি মানেই প্রাণ। প্রকৃতি না থাকলে মানুষ থাকবে না। এই উপলব্ধি নিয়ে মেহেরপুর বন বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের কালাচাঁদপুর জেয়ালার বিলের দুপাড়ে ষ্ট্রিপ বাগান সৃজনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুর সামাজিক বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্লাহ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাহিনুর রমান রিটন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বন কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান মিশু। উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি ও বনবিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর শহরের জেয়ালা পাড়ের দু’পাশে বিভিন্ন প্রজাতীর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের প্রায় ২০০০ চারা লাগানো হয়।